মূল্য সংযোজন কর
Value Added Tax

৩

ভূমিকা
Introduction

মূল্য সংযোজন করা বা মূসক বর্তমান সময়ে বিশ্বজয়ী পরোক্ষ কর ব্যবস্থা। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থায় মূল্য সংযোজন কর এক নতুন সংযোজন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়কে বিশেষভাবে বিবেচনা করে এই কর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ১৯৯১ সালের ১২ জুন জাতীয় সংসদে ভ্যাট বিল উপস্থাপিত হয় এবং ৯ জুলাই বিলটি পাশ হয় যা ১ জুলাই ১৯৯১ থেকে কার্যকর হয়। মূসক সর্বপ্রথম জার্মানিতে চালু হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১০০ টিরও অধিক দেশে এটি চালু রয়েছে। এ ইউনিটে আমরা মূসক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনা।
পাঠ-৩.২ : মূল্য সংযোজন করের নিবন্ধন ও পরিশোধ পদ্ধতি।
পাঠ-৩.৩ : মূল্য সংযোজন কর রেয়াত এবং উৎসে কর আদায় পদ্ধতি।
পাঠ-৩.৪ : মূল্য সংযোজন কর নির্ণয়ের গাণিতিক সমস্যাবলী ও সমাধান।

মূখ্য শব্দ	মূসক, সম্পূরক শুল্ক, টার্ণওভার কর, উৎপাদন কর, উপকরণ কর।

পাঠ-৩.১ মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনা
Preliminary Discussion about Value Added Tax

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মূল্য সংযোজন করের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- মূল্য সংযোজন করের আওতা জানতে পারবেন।
- মূল্য সংযোজন করের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।

মূল্য সংযোজন করের সংজ্ঞা
Definition of Value Added Tax (VAT)

কোনো করযোগ্য পণ্য বা সেবার উৎপাদন বা ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রয় প্রভৃতি পর্যায়ে সংযোজিত মূল্যের উপর যে কর আরোপ করা হয় তাই মূল্য সংযোজন কর বা Value Added Tax বা VAT। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদনকারী কর্তৃক পণ্যের কাচাঁমাল বা উপকরণকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে রূপান্তর করার জন্যে উক্ত কাচাঁমালের সাথে যে রূপান্তর ব্যয় (যেমন মজুরি, পরিবহন খরচ, কারখানা খরচ প্রভৃতি) যুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় মূল্য সংযোজন এবং এ সংযোজিত মূল্যের উপর আরোপকৃত করকে বলা হয় মূল্য সংযোজন কর।

অর্থাৎ মূল্য সংযোজন = মোট উৎপাদন মূল্য - মোট উপকরণ মূল্য

এবং মূল্য সংযোজন কর = মূল্য সংযোজন × করের হার

ধরা যাক, একটি টেবিলের বিক্রয় মূল্য ৫০,০০০ টাকা, কাঠ ক্রয়, মিস্ত্রির মজুরি, ফিনিশিং চার্জ বাবদ মোট ব্যয় ৪০,০০০ টাকা।

এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন (৫০,০০০-৪০,০০০) ১০,০০০ টাকা

মূল্য সংযোজন কর ১০,০০০ × ১৫% = ১,৫০০ টাকা [মনে করি **VAT** এর হার ১৫%]

মূল্য সংযোজন করের আওতা
Scope of Value Added Tax

মূল্য সংযোজন কর এর আওতা বলতে এর পরিধিকে বুঝায়। অর্থাৎ যে সকল আইন, রূল, SRO প্রভৃতি অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর আরোপ, কর আদায়, জরিমানা, শাস্তি ইত্যাদি নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রচলন হয় সেগুলো ভ্যাট আইনের আওতা। নিম্নে ভ্যাটের আওতা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো: -

(i) **ভ্যাট আইন ১৯৯১ :** ১ জুলাই ১৯৯১ সাল থেকে ভ্যাট আইন কার্যকর করা হয়। এটি ভ্যাট আইন এর আওতা নির্ধারণী মূল আইন।

(ii) **ভ্যাট বিধি ২০১৬ :** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভ্যাট আইন পরিচালনার জন্যে "Value Added Tax Rules 2016" প্রণয়ন করেছে যা ভ্যাট আইন ১৯৯১ এর ৭২ ধারা মোতাবেক গঠন করা হয়েছে।

(iii) **অর্থ আইন :** প্রতি বছর জুলাই মাস থেকে পরবর্তী বছরের জুন মাস পর্যন্ত আর্থিক বছরে ভ্যাট আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও আধুনিকীকরণ করা হয়।

(iv) **এস. আর. ও:** ভ্যাট আইন মোতাবেক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এস.আর.ও এর মাধ্যমে প্রজ্ঞাপণ জারি করে থাকে, যা ভ্যাট আইনের আওতা নির্ধারিত করে ।

(v) **মামলার রায়:** ভ্যাট সম্পর্কিত জটিলতা দেখা দিলে পূর্বের মামলার রায় বিবেচনা করে বর্তমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(vi) **আয়ের পুনর্বন্টন:** দেশের সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টনে কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধনীদের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়ের বৈষম্য দুর করা হয়। ধনীদের উপর আয়কর, সম্পদ কর, দান কর ধার্য করে সংগৃহীত অর্থ জনকল্যান খাতে ব্যয় করে সরকার জাতীয় আয়ের পুনর্বন্টনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

(vii) **সামাজিক নিরাপত্তায়:** দেশের জনগণের নিরাপত্তায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রভৃতি কর্মসূচী বাস্তবায়নে কর রাজস্ব সরকারকে অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করে থাকে।

(viii) **অবকাঠামো উন্নয়ন:** সরকার জনসাধারনের উপর কর ধার্য করে সংগৃহীত অর্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে।

(ix) **পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ:** দেশি বিদেশি পুঁজিপতিগণকে কর সংক্রান্ত নানা প্রকার সুবিধা প্রদান করে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়া হয়। এদের মধ্যে কর অবকাশ, অবচয় ভাতা, বিনিয়োগ কর রেয়াত প্রভৃতি অন্যতম।

মূল্য সংযোজন করের প্রকারভেদ

Types of Value Added Tax

১৯৯১ সালে আমাদের দেশে চালু হওয়া মূল্য সংযোজন কর আইন অনুযায়ী তিন ধরনের কর প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে :

ক) **মূল্য সংযোজন কর :** যদি কোনো উৎপাদনকারী, সেবা প্রদানকারী বা আমদানিকারক যাদের বার্ষিক বিক্রয় একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে মূল্য সংযোজনের উপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করতে হয়।

খ) **টার্ণওভার কর :** যে সব উৎপাদনকারী, সেবা প্রদানকারী বা আমদানিকারক এর বার্ষিক বিক্রয় নির্দিষ্ট সীমার কম তাদেরকে বার্ষিক বিক্রয়ের উপর ৩% হারে সম্পূরক শূল্ক প্রদান করতে হয়।

গ) **সম্পূরক শুল্ক :** কিছু বিলাস সামগ্রীর আমদানি ও ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এসব পণ্যের উপর মুসক ছাড়াও বিভিন্ন হারে অতিরিক্ষ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ:

কোনো পণ্যের বিভিন্ন স্তরে সংযোজিত মূল্যের উপর আরোপকৃত করকে মূল্য সংযোজন কর বা মুসক বলা হয়। ১ জুলাই, ১৯৯১ থেকে আমাদের দেশে ভ্যাট বা মুসক আইন চালু হয়। ভ্যাট আইন ১৯৯১, অর্থ আইন, এস.আর.ও প্রভৃতি দ্বারা ভ্যাট আইনের আওতা নির্ধারিত হয়। মূল্য সংযোজন কর আবার তিন ধরনের, যেমন - মূসক, টার্ণওভার কর ও সম্পূরক শুল্ক

পাঠ-৩.২ মূল্য সংযোজন করের নিবন্ধন ও পরিশোধ পদ্ধতি
Registration & Payment Procedure of VAT

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মূল্য সংযোজন করের নিবন্ধন পদ্ধতি জানতে পারবেন।
- মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের সময় ও পরিশোধ পদ্ধতি বলতে পারবেন।

মূল্য সংযোজন করের নিবন্ধন পদ্ধতি
Registration Procedure of Value Added Tax

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় কোনো করযোগ্য সেবা সরবরাহকারী বা কোনো আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে মুসক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হতে হয় নিবন্ধন এর মাধ্যমে। নিবন্ধন পদ্ধতি নিম্নরূপ :-

১. **আবেদনপত্র পেশ : কোনো করযোগ্য পণ্যের বা সেবার সরবরাহকারীর বার্ষিক** টার্ণওভার যদি কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টাকা হয় তাহলে তাকে ফরম 'মুসক-৬' অথবা বোর্ড কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিচে নন এমন কোনো কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধনের জন্যে আবেদনপত্র পেশ করতে হবে।

২. **প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে আবেদন:** কোনো করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের ব্যবসায় শুরু করতে চাইলে উক্ত ব্যবসায়ের বার্ষিক টার্ণওভার কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করলে তাকে ব্যবসা শুরুর পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে।

৩. **পূর্বে অব্যাহতি প্রাপ্ত ব্যক্তির আবেদন:** ধারা ১৬ অনুযায়ী নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির করযোগ্য পণ্য বা সেবার পূর্বে অব্যাহতি হিসেবে থাকার পর যে কোনো বিরতিহীন ১২ মাস সময়ে কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টাকা হলে তাকে উক্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধনের জন্যে আবেদন করতে হবে।

৪. **একটিমাত্র নিবন্ধন:** কোনো করযোগ্য সেবা বা পণ্যের উৎপাদনস্থল বা সরবরাহস্থল একাধিক স্থান হলেও একটিমাত্র নিবন্ধন প্রয়োজন হয়।

৫. **ঘোষণাপত্র:** নিবন্ধনে দায়বদ্ধ ব্যক্তি নিবন্ধনের আবেদনের সাথে 'মূসক-৭' এ করযোগ্য পণ্য প্রস্তুত, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও মজুত করণে ব্যবহৃত অঙ্গন, প্লান্ট, মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং পণ্যের প্রধান উপকরণ সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৬. **আমদানি বা রপ্তানির জন্যে নিবন্ধন:** কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করতে চাইলে উপবিধি (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্র বা এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে।

নিবন্ধনের আবেদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট সন্তোষজনক মনে হলে তিনি ২ কার্যদিবসের মধ্যে 'মূসক-৮' এ একটি নিবন্ধন পত্র প্রদান করবেন।

নিবন্ধন হতে অব্যাহতি
Relief from Registration

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে যে কোনো ভ্যাট নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন হতে অব্যহতি পেতে পারে :-

(i) সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে নিবন্ধন হতে অব্যহতি দিতে পারেন।

(ii) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা যে কোনো শ্রেণির আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে নিবন্ধন থেকে অব্যহতি দিতে পারেন ।

মূল্য সংযোজন কর নির্ণয় ও পরিশোধ পদ্ধতি

Determination and Payment Procedure of VAT

ক) মূল্য সংযোজন কর নির্ণয় : নিট কর নির্ণয় ও পরিশোধ পদ্ধতি ভ্যাট আইনে উল্লেখিত আছে। উক্ত আইনে কর মেয়াদে সকল উৎপাদন (Output Tax) কর , সম্পূরক শুল্ক ও সকল বৃদ্ধিকারী সমন্বয় যোগ করে এবং উপকরণ কর (Input Tax) ও সকল হ্রাসকারী সমন্বয় বিয়োগ করে নিট মূল্য সংযোজন কর নির্ণয় করা হয়।

অর্থাৎ Net VAT = Output VAT + Increasing Adjustments – Input VAT – Deducted Adjustments

খ) মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ : ভ্যাট আইনে উল্লেখ আছে যে, নির্ণিত ভ্যাট উক্ত কর মেয়াদে দলিলপত্র পেশ করার পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করতে হবে। এ সম্পর্কিত বিধান নিম্নরূপ

(i) নিবন্ধিত বা তালিকাভূক্ত ব্যাক্তি কর মেয়াদের নিট কর নিরূপণ করে তা নির্ধারিত কোডে সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করবেন

(ii) অনলাইনে পরিশোধের ক্ষেত্রে, কর পরিশোধের পর কম্পিউটার থেকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র কর পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(iii) অফলাইনে পরিশোধের ক্ষেত্রে দলিলপত্রের সাথে কর প্রদানের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

সারসংক্ষেপঃ

কোনো করযোগ্য সেবা প্রদানকারী বা কোনো আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে VAT ব্যবস্থার আওতায় আসতে হয়। নিবন্ধনের জন্যে যথানিয়মে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করতে হয়। কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে VAT নিবন্ধন সনদ প্রদান করে থাকেন। সরকার বা জাতীয় রাজস্ববোর্ড কোনো ব্যক্তিকে নিবন্ধন থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। পরিশোধযোগ্য মুসক নির্ণয় করে তা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয়।

পাঠ-৩.৩ মূল্য সংযোজন কর রেয়াত ও উৎসে কর আদায় পদ্ধতি
Rebate on VAT and Procedure of VAT Collection at Source

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মূল্য সংযোজন কর রেয়াত সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় পদ্ধতি জানতে পারবেন।

মূল্য সংযোজন কর রেয়াত
Rebate on VAT

করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা ব্যবসায়ী এবং করযোগ্য সেবা প্রদানকারী প্রতি মেয়াদে সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার উপর নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন করের বিপরীতে উপকরণ কর গ্রহন করতে পারবেন:

ক. অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনের উপর পরিশোধিত মূসক।
খ. পণ্য উৎপাদন সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক।
গ. টার্ণওভার করের আওতাভূক্ত করদাতার নিকট হতে সংগৃহীত উপকরণের উপর পরিশোধিত টার্ণওভার কর।
ঘ. প্রথমবার ছাড়া অন্য কোনো দফায় পুণঃ ব্যবহারযোগ্য মোড়কের উপর পরিশোধিত মুসক।
ঙ. ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারী কল্যান ও উন্নয়নমূলক কাজের বিপরীতে পরিশোধিত মুসক।
চ. অন্যের অধিকারে বা দখলে থাকা পণ্যের উপর প্রদত্ত মূসক

উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় পদ্ধতি
Procedure of Collection of VAT at Source

মূসক আইনের বিধান অনুযায়ী উৎসে মূসক সংগ্রহ করা যায়। এ ক্ষেত্রে কর্তনকারী ব্যক্তি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিকে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন, যাতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

(i) মূল্য সংযোজন করদাতার নিবন্ধন সংখ্যা
(ii) মূল্য সংযোজন কর নিরুপণযোগ্য সেবামূল্য বা কমিশন
(iii) প্রদত্ত সেবা বাবদ পরিশোধিত মোট সেবামূল্য বা কমিশন
(iv) কর্তনযোগ্য মূল্য মংযোজন করের পরিমাণ
(v) অন্যান্য তথ্য যা বিধি অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য

উপরোক্ত নিয়মে আদায়কৃত মুসক যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ:

কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন করের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায়। এছাড়া উৎসেও মুসক কর্তন ও আদায় করার বিধান আছে সেখানে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হয় যাতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হয়।

পাঠ-৩.৪ মূল্য সংযোজন কর নির্ণয়ের গাণিতিক সমস্যাবলী ও সমাধান
Mathematical Problem & Solution regarding Calculation of VAT

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কিত গানিতিক সমস্যাবলীর সমাধান সম্পর্কে হাতে কলমে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন ।

সমস্যা-১: পদ্মা লি: এর নিম্নোক্ত তথ্য হতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর নির্ণয় করুন:

কাঁচামাল ক্রয়	৫০,০০,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরি	৭,০০,০০০ টাকা
কারখানা উপরি খরচ	৫,০০,০০০ টাকা
প্রশাসনিক ও বিক্রয় উপরি খরচ	৬,০০,০০০ টাকা

মুনাফার হার বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% মূল্য সংযোজন করের হার ১৫% মনে করে প্রদেয় মূসক নির্ণয় করুন।

সমাধান:

করদাতা : পদ্মা লিমিটেড

মূল্য সংযোজন কর নির্ণয় বিবরণী

বিবরণ		টাকা
কাঁচামাল ক্রয়		৫০,০০,০০০
প্রত্যক্ষ মজুরি		৭,০০,০০০
	মূখ্য ব্যয়	৫৭,০০,০০০
কারখানা উপরি খরচ		৫,০০,০০০
	উৎপাদন ব্যয়	৬২,০০,০০০
প্রশাসনিক ও বিক্রয় উপরি খরচ		৬,০০,০০০
	মোট ব্যয়	৬৮,০০,০০০
মুনাফা (বিক্রয় মূল্যের ২০% অর্থাৎ মোট ব্যায়ের ২৫%		১৭,০০,০০০
	বিক্রয় মূল্য	৮৫,০০,০০০

মূল্য সংযোজন = বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য
= ৮৫,০০,০০০ - ৫০,০০,০০০
= ৩৫,০০,০০০ টাকা

∴ মুসক = ৩৫,০০,০০০ × ১৫% = ৫,২৫,০০০ টাকা

উদাহরণ - ২: প্রিয়া লি: একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানিটির উৎপাদন ও বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

প্রারম্ভিক কাঁচামাল	২,৫০,০০০ টাকা
প্রারম্ভিক তৈরি পণ্য	৫০,০০০ টাকা
কাঁচামাল ক্রয়	৫,০০,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ শ্রমব্যয়	১,০০,০০০ টাকা
কারখানা উপরিব্যয়	৭০,০০০ টাকা
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ	৪০,০০০ টাকা

ব্যবস্থাপনা উপরিখরচ	৫৫,০০০ টাকা
সমাপনি কাঁচামাল	১,০০,০০০ টাকা
সমাপনি তৈরি পণ্য	৮০,০০০ টাকা

প্রতিষ্ঠানটি মোট ব্যয়ের উপর ২৫% হারে মুনাফা যোগ করে পণ্য বিক্রয় করে। মূল্য সংযোজনের হার ১৫% হলে প্রদেয় ভ্যাটের পরিমাণ নির্ণয় করেন।

সমাধান:

প্রিয়া লি:
উৎপাদন ব্যয় বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		টাকা
ব্যবহৃত কাঁচামাল:		
প্রারম্ভিক কাঁচামাল		২,৫০,০০০
কাঁচামাল ক্রয়		৫,০০,০০০
		৭,৫০,০০০
সমাপনি কাঁচামাল		(১,০০,০০০)
	ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়	৬,৫০,০০০
প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়		১,০০,০০০
	মূখ্য ব্যয়	৭,৫০,০০০
কারখানা উপরিব্যয়		৭০,০০০
	উৎপাদন ব্যয়	৮,২০,০০০
তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত		৫০,০০০
		৭,৭০,০০০
তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুত		(৮০,০০০)
	বিক্রয় ব্যয়	৬,৯০,০০০
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ		৪০,০০০
ব্যবস্থাপনা উপরি খরচ		৫৫,০০০
	মোট ব্যয়	৭,৮৫,০০০
মুনাফা (৭,৮৫,০০০ এর ২৫%)		১,৯৬,২৫০
	বিক্রয় মূল্য	৯,৮১,২৫০

সংযোজিত মূল্য = ৯,৮১,২৫০ - ৬,৫০,০০০
= ৩,৩১,২৫০

∴ মূসক = ৩,৩১,২৫০ এর ১৫% = ৪৯,৬৮৮

সারসংক্ষেপ:

মুসক বা ভ্যাট নির্ণয়ের জন্যে প্রথমে বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করতে হয়। অতপর বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বাদ দিয়ে মূল্য সংযোজন নির্ণয় করতে হয়। সবশেষে সংযোজিত মূল্যের উপর মুসক হার প্রয়োগ করে প্রদেয় মুসকের পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। মূল্য সংযোজন করের সংজ্ঞা দিন। (Define Value Added Tax)
২। মূল্য সংযোজন করের আওতা বর্ণনা করুন। (Describe the scope of Value Added Tax)
৩। মূল্য সংযোজন করের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন। (Mention the Types of Value Added Tax)
৪। মূল্য সংযোজন করের নিবন্ধন পদ্ধতি বর্ণনা করুন। (Describe the registration procedure of Value Added Tax)
৫। মূল্য সংযোজন করের পরিশোধ পদ্ধতি বর্ণনা করুন। (Describe the payment method of Value Added Tax)
৬। উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় পদ্ধতি বর্ণনা করুন। (Describe the procedure for collectin of Value Added Tax at sources)
৭। নিশান লি: এর নিম্নোক্ত তথ্য হতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর নির্ণয় করুন:

কাঁচামাল ক্রয়	৪০,০০,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরি	৬,০০,০০০ টাকা
কারখানা উপরি খরচ	৫,০০,০০০ টাকা
প্রশাসনিক ও বিক্রয় উপরি খরচ	৪,০০,০০০ টাকা

মুনাফার হার বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% এবং মূল্য সংযোজন করের হার ১৫% মনে করে প্রদেয় মূসক নির্ণয় করুন।

৮। জনতা লি: একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানিটির উৎপাদন ও বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

প্রারম্ভিক কাঁচামাল	২,৪০,০০০ টাকা
প্রারম্ভিক তৈরি পণ্য	৫০,০০০ টাকা
কাঁচামাল ক্রয়	৫,৫০,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ শ্রমব্যয়	১,০০,০০০ টাকা
কারখানা উপরিব্যয়	৭০,০০০ টাকা
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ	৪০,০০০ টাকা
ব্যবস্থাপনা উপরিখরচ	৪৫,০০০ টাকা
সমাপনি কাঁচামাল	১,০০,০০০ টাকা
সমাপনি তৈরি পণ্য	৭০,০০০ টাকা

প্রতিষ্ঠানটি মোট ব্যয়ের উপর ২৫% হারে মুনাফা যোগ করে পণ্য বিক্রয় করে। মূল্য সংযোজনের হার ১৫% হলে প্রদেয় ভ্যাটের পরিমাণ নির্ণয় করেন।